অ্যাকশনধর্মী

ও য়ে স্টা র্ন উ প ন্যা স

পিস্তলেরো

আ. আজিজ

বেঙ্গলবুকস

প্র কা শ ক
মাহমুদুল হাসান
বেঙ্গলবুকস

বইটির কোনও অংশ বা সম্পূর্ণ বই কম্পোজ বা ফটোকপি আকারে বিক্রয় বা সরবরাহ অবৈধ। এ বইয়ের কোনও লেখা বা চিত্র হুবহু, পরিমার্জন বা পরিবর্ধন করে ছাপানো এমনকি কোনও ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা কপিরাইট আইন, ২০২৩ অনুযায়ী দণ্ডনীয়।

ISBN : 978-984-683-013-2

বে ওয়েস্টার্ন
একটি বেঙ্গলবুকস
সিরিজ প্রকাশনা

প্রথম প্রকাশ : আষাঢ় ১৪৩২, জুলাই ২০২৫
কপিরাইট © লেখক
প্রচ্ছদ : আজহার ফরহাদ
বর্ণবিন্যাস ও কম্পিউটার গ্রাফিক্স : ক্রিয়েটিভ ডিজাইন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট
মুদ্রণ : কমলা প্রিন্টার্স, ৪১ তোপখানা রোড, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
অনলাইন ডিস্ট্রিবিউটর : রকমারি ডট কম, বাতিঘর ডট কম
ভারতে পরিবেশক : ধ্যানবিন্দু, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা
যুক্তরাজ্য পরিবেশক : সঙ্গীতা লিমিটেড, ২২ ব্রিকলেন, লন্ডন
যুক্তরাষ্ট্র পরিবেশক : মুক্তধারা, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক

Pistolero by A. Aziz
First published in paperback in Bangladesh by BengalBooks in 2025
Text Copyright reserved by the Writer
Illustrations Copyright reserved by the Publisher

Printed and bound in Bangladesh

এক

চোখ খুলতেই আতঙ্কে কেঁপে উঠল সে। দুর্গন্ধময় এক বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে আছে, ছোট অপরিসর একটা ঘর, আসবাবশূন্য। জানালার পর্দার ফাঁক গলে বাইরের ফ্যাকাশে একচিলতে আলোর সামান্য ঘরে ঢুকেছে—তার মানে বাইরে ভোরের আলো ফুটছে। তার সোজাসুজি দৃষ্টি বরাবর, একেবারে চোখের সামনে একটা বুট...এক পায়ে পরা একটা বুট, বুটের ভেতরে কারো একটা পা।

তার মনে হলো, চোখ খোলা থাকলেও তার মাথা ঠিকঠাক কাজ করছে না, মাথার ভেতরে যেন কিছুই নেই। কেমন স্তব্ধ এক স্থবিরতা নিয়ে পড়ে আছে সে।

ধীরে ধীরে একটা সময় চিন্তাগুলো মাথার ভেতর একটু একটু করে গুছিয়ে আসতে শুরু করল—এটা একটা মানুষের পা। আর মানুষটা মৃত।

কিন্তু মৃত, কীভাবে জানল সে? অনুমান থেকে? নাকি আরও কিছু আছে? অবশ্য এতে কিছুই এসে যায় না। সে জানে, নিশ্চিতভাবেই জানে এটা। তার মুখের কাছেই

পাকানো একটা মুঠো। তার নিজের মুঠো, কিন্তু এ পাকানো শক্ত মুঠোর ভেতর একটা ছুরির বাঁট ধরা, এমনভাবে চেপে ধরা...যেন কাউকে সে ছুরি মেরে ঘায়েল করতে চেয়েছিল বা ঘায়েল করেছে!

নড়াচড়া নেই তার, আরও অনেকক্ষণ স্থির হয়ে পড়ে রইল সে। তারপর, হঠাৎ ধড়মড়িয়ে উঠল যেন, শরীরের ভেতর হঠাৎই এক অজানা শীতল স্রোত বয়ে গেল—তীব্র এক বিপদের অনুভূতি হলো, এ অনুভূতি একটা কোনও ভয়ংকর ফাঁদে আটকে পড়ার মতো আতঙ্ক, জটিল কোনও জালে জড়িয়ে যাওয়ার শঙ্কা—কিন্তু কী! সে ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। যে লোকটার বুটপরা পা সে দেখতে পাচ্ছে, সে মৃত। তার শরীরের ওপরের অংশটা বিছানার পায়ের দিকটায়, তাই মুখ দেখতে পাচ্ছে না লোকটার। কিন্তু লোকটাকে হত্যা করা হয়েছে এতে কোনও সন্দেহ নেই...আর তাকে মারা হয়েছে তার হাতের ছুরিটা দিয়েই, ছুরিটা এখন পিস্তলেরো খ্যাত জেফ রেইনসের হাতের মুঠোয় ধরা—ছুরি হাতে একা এ ঘরে বিছানায় পড়ে আছে সে, একটা মৃতদেহের সঙ্গে।

কিন্তু সে কাউকে খুন করেনি! তার মাথা পরিষ্কার হতে শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রথমে এ কথাটাই মনে এলো। সে কাউকে খুন করেনি। তার স্মৃতিতে এ লোককে খুনের কোনও ঘটনা নেই। তাহলে?

তার আবছাভাবে মনে পড়ছে, সে সান্তিয়াগো রেঞ্জ-ওয়ারে বিল স্ট্রাইকারের বিপক্ষে লোগানদের হয়ে লড়তে এসেছিল।

লোগান ভাইদের পরাজয় ঘটে গেছে সপ্তাহখানেক আগে। বন্দুক ভাড়া খাটাতে এসেছিল। পরাজয়ের পর দ্রুত সরে পড়াই নিয়ম। সেই নিয়মেই সে সান্তিয়াগো ছেড়েছে দশদিন আগে। এই বিটার ক্রিকে এসেছে গতকাল বিকেল নাগাদ। দিনের আলো ফুরিয়ে যাওয়ার মুখে শহরে ঢুকেছে সে। লোকজনের খুব একটা নজরে পড়েনি। বিটার ক্রিক ছোট ক্যাটল টাউন। প্রতিদিন অসংখ্য লোক যাওয়া-আসা করে। শহরের এক সস্তা ক্যান্টিনায় আশ্রয় নিয়েছিল সে। গতরাতে জুয়ার টেবিলে বসেছিল, রাতের খাবারের পর...তারপর আর কিছু মনে করতে পারছে না।

উঠে বসল সে, পুরনো খাট হঠাৎ নড়াচড়ায় ককিয়ে উঠল। মাথার ভেতরের ভোঁতা যন্ত্রণাদায়ক অনুভূতিটা পুরোপুরি যাচ্ছে না, মুখে বিস্বাদ এক তেতো স্বাদ। দাঁড়ানোর চেষ্টা করতেই মাথাটা পাক দিয়ে উঠল একবার। মনে হলো পড়ে যাবে। খাটের বাজু ধরে টাল সামলাল।

জানালার কাছে গিয়ে পর্দার একপাশটা তুলে তাকাল। ফাঁকা একটা গলি, ভোরের আবছা আলোয় ধূসর হয়ে আছে। সে জানে, পশ্চিমের শহরগুলোয় সকালের শুরুটা হয় তাড়াতাড়িই—আর কিছুক্ষণের মধ্যেই শহরটা জেগে উঠবে, মানুষজন ঘর থেকে বেরিয়ে আসবে, ব্যস্ত হয়ে উঠবে পুরো শহর—রাস্তাঘাট, দোকানপাট।

জানালা থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে দ্রুত ঘরের চারপাশে একবার চোখ বোলাল—একটা ছোট্ট চৌকো ধরনের ঘর। একটা খাট,

একটা চেয়ার, একটা টেবিল, পাশে একটা হাতমুখ ধোয়ার বেসিন আর সাদা সিরামিকের একটা পানির পাত্র। হাতে ধরা ছুরিটা নামিয়ে রাখল। ছুরিটা এখনও রক্তমাখা। মেঝেয় পড়ে থাকা টুপিটা চিনল, তারই টুপি। তার গানবেল্ট কোথাও দেখল না, কোমরেও নেই। উইনচেস্টার রাইফেলটাও নেই কোথাও।

এ ঘরটা তার চেনা না, ক্যান্টিনার ঘর এটা না! এখানে সে কীভাবে এলো? কীভাবে প্রায় মাতাল অবস্থা হয়েছে তার? এ ঘরেও মদ্যপানের কোনও বোতল, পানপাত্র...কিছুই নেই।

জুয়ার টেবিলের স্মৃতিটুকু ছাড়া কিচ্ছু মনে নেই তার। জুয়ার টেবিলে চওড়া কার্নিশওয়ালা হ্যাটের লোকটা যখন জিতল তখন ফুলহাউস ফ্রি ড্রিংকের ঘোষণা দিয়েছিল সে। কয়েক রাউন্ড পানাহারের কথা মনে পড়ল, তাও খুবই অস্পষ্ট, তারপর...কিচ্ছু মনে পড়ছে না। তার পানীয়ের সঙ্গে কি কিছু মেশানো হয়েছিল?

মৃত লোকটার দিকে তাকাল। দেখল নজর করে—লোকটার পরনের কালো জ্যাকেটের পিঠে তিনটে সরু ছিদ্র, ওখান দিয়েই ছুরিটা ঢুকেছে। খুব বেশি রক্ত নেই। বিছানায়ও তেমন রক্ত নেই। ধস্তাধস্তির চিহ্ন নেই। লোকটার মুখের একপাশ দেখা যাচ্ছে—বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো চিনল সে।

বাড লোগান। উইল লোগানের ছোট ভাই। লোগান বড়। লড়াইয়ের নেতৃত্ব ছিল তার হাতে। বিস্তৃত ক্যাটল ওয়ারে উইল লোগানের হয়ে সান্তিয়াগোতে সে লড়াই করতে এসেছিল

মাসখানেক আগে। প্রতিপক্ষ বিল স্ট্রাইকারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছে তারা। উইল লোগান নির্বোধ ধরনের লোক ছিল, গোঁয়ার। তার নির্বুদ্ধিতা ও সঠিক পরিকল্পনার অভাবে যুদ্ধে পরাজিত হয়েছে তারা। সপ্তাহখানেক আগের বুধবারে উইল গানফাইটে স্ট্রাইকারের কাছে প্রাণ হারায়। কাল ছিল শুক্রবার, মাঝখানে আরেকটা বুধবার চলে গেছে। স্ট্রাইকারের সঙ্গে গানফাইটে উইল হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করার সুযোগই পায়নি। তার আগেই বুক ফুটো হয়ে যায় তার। তারপর বাকিটা লোগান ভাইদের ছত্রভঙ্গ ও জেফ রেইনসের মতো ভাড়াটে বন্দুকবাজদের পলায়নের ইতিহাস। স্ট্রাইকারের দলের হাতে ধরা পড়ার আগেই তারা তাদের মতো করে সান্তিয়াগো ছেড়েছিল, মনে আছে তার।

দ্রুত অনুভব করল জেফ রেইনস—খুব বেশি চিন্তা-ভাবনার সময় নেই এখন তার হাতে। যত দ্রুত সম্ভব এখান থেকে বেরোতে হবে, পালাতে হবে এ শহর ছেড়ে। এখনই।

টুপি পরে নিল রেইনস। দরজার কাছে গিয়ে সাবধানে উঁকি দিল বাইরে। ফাঁকা হলঘর।

হলঘরের মাথার দিকে একটা খোলা দরজা, আর তার ওপারেই ধুলো জমা রাস্তা। সকালের ফিকে আলো ক্রমশ ঘসা-কাচের রঙ বদলাচ্ছে। ঝিকিয়ে উঠছে রোদ। শেষবারের মতো ঘরটায় একবার নজর বুলিয়ে পেছনে নিঃশব্দে দরজা টেনে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো জেফ রেইনস।

কিন্তু তিন কদমও এগোয়নি, বিপরীত দিকের দরজাটা খুলে গেল।

একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে, চোখ বিস্ফারিত, ভয়মাখা দৃষ্টিতে সোজা তাকিয়ে আছে তার দিকে।

জেফ রেইনস টুপির কিনারা ছুঁয়ে হালকা মাথা ঝুঁকিয়ে হাসি ফোটানোর চেষ্টা করল মুখে, তারপর দ্রুত পায়ে হলরুম ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে এলো। পেছন ফিরে তাকাল না।

হিচরেইলের কাছে কোনও ঘোড়া নেই। রাস্তা পুরো ধূলিধূসর। হাহাকার ফাঁকা সকাল। দমকা বাতাসে একটুকরো কাগজ বাতাসে উড়ে উড়ে উলটোদিকের একটা বাড়ির বন্ধ দরজায় গিয়ে আটকে রইল। কোথাও একটা মোরগ ডেকে উঠল আচমকা। জেফ রেইনস টুপিটা মুখের ওপর আরও একটু নামিয়ে নিয়ে লিভারি আস্তাবলের দিকে হাঁটা দিল।

হোটেলের হলঘরে মেয়েটার মুখোমুখি হওয়ার ঘটনাটা ফিরে এলো মনে আবার। মেয়েটা ওর দিকে ওভাবে তাকিয়ে ছিল কেন? তাকে চেনে কোনোভাবে? ওই হোটেলেই থাকে? রাতে কিছু শুনেছে?

ওই সস্তার সরাইখানায় মেয়েটা কী করছিল? বারবণিতা? মাথায় প্রশ্নটা ঝুলে রইল।

হোটেল রুমে বাড লোগানকে সে খুন করেনি, কিন্তু এটা প্রমাণ করবে সে কীভাবে? সান্তিয়াগো থেকে বাড লোগান এ শহরে এলো কী করে! এটাও একটা বড় প্রশ্ন। সান্তিয়াগো এখান থেকে অবশ্য খুব বেশি দূরে না। তবে কি বাডও

পালাচ্ছিল? নিশ্চিত হওয়ার উপায় নেই। বাড লোগানকে সে সান্তিয়াগোতেই শেষ দেখেছে। গতরাতে কোনোভাবেই লোগানের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ঘটেনি—কিন্তু এটা প্রমাণ করবে কীভাবে? আস্তাবলের আবছায়ায় দাঁড়িয়ে তার ঘোড়ায় জিন চাপাল। ঘোড়ার লাগাম হাতে স্টল থেকে দরজার কাছাকাছি পৌঁছাতেই প্রায় অন্ধকার ফুঁড়ে হাজির হওয়ার মতো এক লোক এসে দাঁড়াল সামনে, হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'পঞ্চাশ সেন্ট!'

জেফ রেইনস পকেটে হাত ঢুকিয়ে সঙ্গে সঙ্গে থমকে গেল। তার পকেটভর্তি স্বর্ণমুদ্রা! জুয়ার বাজি! কোনও স্টেকে জিতেছিল! কাল রাতে তার কোনও বাজি জেতার স্মৃতি নেই। সান্তিয়াগোয় বন্দুক ভাড়া খাটাতে এসে চুক্তির টাকার মাত্র পঁচিশ শতাংশ পেয়েছিল। তা গ্রিনবাকসে, মানে কাগজের নোটে। পরের পেডের সময় ঘনিয়ে আসার আগেই উইল লোগান ফুটে গেল। তাহলে তার পকেটে এতগুলো স্বর্ণমুদ্রা এলো কোত্থেকে? মুঠোর স্বর্ণমুদ্রার ভেতর থেকে একটা পঞ্চাশ সেন্টের কয়েন হোস্টলারের হাতে দিয়ে বলল, 'নাও।'

স্যাডলে চাপতে যাবে, ঠিক তখনই হোস্টলার আবার ডাকল, 'মিস্টার!'

ঘুরে তাকাল রেইনস, গায়ের লোম কাঁটা দিয়ে উঠল তার।

'এটা পড়ে গেছিল,' বলল হোস্টলার, তার হাতে একটা গোল্ড ঈগল।

স্বর্ণমুদ্রাটা নীরবে হাতে নিয়ে স্যাডলে চাপল রেইনস। ধীরে ঘোড়া হাঁটিয়ে বেরিয়ে এলো আস্তাবল ছেড়ে, দরজা

পেরোনোর সময় মাথা নামাতে হলো। রাস্তায় বেরিয়ে আসার পর একবারও পেছন ফিরে তাকাল না। তাকালে দেখতে পেত আস্তাবলের দরজায় ভ্রু কুঁচকে তাকিয়ে আছে হোস্টলার।

ধীরে, প্রায় হাঁটার গতিতেই ঘোড়ার পিঠে শহরের সীমানা পার হলো জেফ রেইনস। তারপর আধ মাইলটাক পথ দুলকি চালে ঘোড়া হাঁকিয়ে পরে গতি বাড়িয়ে দিল। তবে ক্ষণে ক্ষণে থেমে দাঁড়িয়ে পেছনের ট্রেইলে নজর রাখল, শহর থেকে কেউ পিছু নিয়েছে কি না।

এক জায়গায় এসে ওয়াগনের চাকার দাগ দেখে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিল সেদিকে। চাকার দাগ অনুসরণ করে এক সময় গভীর এক উপত্যকার ট্রেইলে এসে পড়ল তার ঘোড়া। ওয়াগন ট্রেইল এখান থেকে আর নেই। ভিন্ন দিকে চলে গেছে।

বাড লোগানকে অন্য কোথাও হত্যা করা হয়েছে, তারপর অজ্ঞাত ওই হোটেল রুমে নিয়ে আসা হয়েছে? স্যালুনে জুয়ার টেবিলে খেলার সর্বশেষ স্মৃতি মনে করার চেষ্টা করল সে, খুব বেশি মদ্যপান করেছে এমন কিছুই মনে পড়ল না। ফুল হাউস ড্রিংকের পর আর কয় রাউন্ড খেয়েছে? মনে নেই। জুয়ার টেবিলের কারোর মুখও মনে পড়ে না। খুবই ছোট স্টেকের খেলা ছিল তাদের। পেশাদার জুয়াড়ি কেউ ছিল না টেবিলে। বেশিরভাগই ছিল স্থানীয় কাউহ্যান্ড। তাহলে কাদের কাজ এটা?

হঠাৎ প্রশ্নটা মাথায় ঘাঁই মারল রেইনসের, স্ট্রাইকার বা তার ভাড়াটে কারোর কাজ? সান্তিয়াগো থেকে এতদূরে এসেছে ওরা এ হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে তাকে ফাঁসাতে? লোগান ব্রাদার্স ক্যাটল

ওয়ারে তার ভাড়াটে বন্দুকবাজ বাদে আর কোনও স্টেক তো নেই! সে বাঁচল কি মরল কারো কিছু হওয়ার কথা না। উইল লোগান নিহত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সান্তিয়াগো ক্যাটল ওয়ার শেষ হয়ে গেছে। বাড বা অন্য লোগান ভাইদের কারোরই যুদ্ধ জারি রাখার তাকত নেই। তাহলে? ভাড়াটে বন্দুকবাজরা সব তার মতোই বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে গেছে। পরাজয়ের পর দ্রুতই এলাকা ছাড়ে ভাড়া খাটতে আসা পিস্তলেরোরা, সেও তাই করেছে। সান্তিয়াগো ছাড়ার পর কেউ তাকে পথে অনুসরণ করে আসছে সেরকম কোনও লক্ষণও চোখে পড়েনি। ব্যাকট্রেইলে তার নজর ছিল।

একটা উঁচু ঢিবির কিনারায় এসে থেমে, চারপাশ নজর করে দেখল জেফ রেইনস। পেছনে কোনও ধুলোর মেঘ নজরে পড়ল না। তারপরও অসতর্ক হওয়া যাবে না একদম, নিজেকে বোঝাল। এ অঞ্চল তার চেনা না। যত দ্রুত সম্ভব দূরে সরে যেতে চায় সে।

একটা পাইনবনের ভেতর ঢুকে গেছে তার সরু ট্রেইলটা। এ পথে দীর্ঘ দিন ধরে কোনও মানুষ বা ঘোড়ার পা পড়েছে বলে মনে হলো না। স্যাঁতস্যাঁতে পাতার আস্তরণ আর কালচে হয়ে আসা ধুলোর ওপর নতুন চিহ্ন বলতে হরিণের পায়ের ছাপ কেবল।

পেছনের ওই শহরের কেউ তাকে চেনে না। শুধু ওই মেয়েটা আর আস্তাবলের লোকটাই তাকে পরিষ্কার দেখেছে। আগের রাতে স্যালুনে জুয়ার টেবিলে যারা ছিল তাদের কেউ কি তাকে

নজর করে দেখেছে? তেমন কিছু মনে পড়ল না। স্যালুনের হলদে আলোয় তার স্মৃতিতে ওদের সাদামাটা চেহারার মধ্যে কেউই আলাদাভাবে মাথায় গেঁথে নেই। ওদের কেউ কি তাকে আলাদাভাবে মনে রেখেছে?

আস্তাবলের হোস্টলার তাকে নজর করে দেখেছে। বিশেষ করে তার পকেট থেকে স্বর্ণমুদ্রা পড়ে যাবার ঘটনা হোস্টলারের ভোলার কথা না। কিন্তু নিশ্চিত করে বলার উপায় নেই। তার কাছে আরও বড় একটা রহস্য হলো—সে ওই ঘরে গেল কীভাবে? অন্য এক ক্যান্টিনায় উঠেছিল শুধু ট্রেইলের ধুলো মুছে সাফসুতরো হওয়ার জন্য। কিন্তু ওই হোটেল রুমে তো নয়! সকালে ঘুম ভেঙে নিজেকে যখন ওই অচেনা ঘরে আবিষ্কার করল, তখনকার দুঃস্বপ্নের মতো স্মৃতিটা আবার ফিরে এলো। তাকে নয়, লোগানকে কি কোনোকিছুতে ফাঁসানোর চেষ্টা হচ্ছে? নাকি এটা স্ট্রাইকারের লোগান ব্রাদারদের শেষ লোগানকেও হত্যার অংশ ছিল? খুনের দায় চাপানোর জন্য বেছে নেওয়া হয়েছিল তাকে! শেষটাই খানিকটা যুক্তিযুক্ত মনে হলো তার কাছে।

সকাল ক্রমশ তেতে উঠছে এখন, গরম আর নিস্তব্ধতা ঘিরে আছে তার চারপাশ। ঘাসের ওপর দিয়ে তপ্ত বাতাস সরসর এক শব্দ করে ঢেউ তুলে চলে যাচ্ছে সময়ে সময়ে।

জেফ রেইনসের এমন কখনও হয়নি; এ রকম জনমানবহীন নির্জন, ফাঁকা প্রান্তর, ঘোড়া ছোটাচ্ছে—আর সে একেবারে নিরস্ত্র। সঙ্গে আত্মরক্ষার জন্য কিছুই নেই তার। স্যালুন পর্যন্তও

তার উইনচেস্টার আর কোল্ট দুটো সঙ্গে ছিল। গানবেল্টে ছিল পিস্তল দুটো, পায়ের কাছে রেখেছিল উইনচেস্টার, মনে আছে। দ্রুত তার একটা অস্ত্র দরকার। জীবনে অনেক হত্যাকাণ্ড দেখেছে সে। হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকলেও, আইন-বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড কখনও তার হাতে ঘটেনি। তার নামে পশ্চিমে কোথাও কোনও হুলিয়া নেই। সান্তিয়াগোর ঘটনার পর তার সিদ্ধান্ত ছিল সংঘাত থেকে কিছুদিন দূরে থাকবে। এ রকম সে আগেও করেছে। একদম কোনও চিহ্ন না রেখে পুরোই লোকচক্ষুর আড়ালে হারিয়ে গেছে। মাসের পর মাস কাটিয়ে দিয়েছে বুনোজীবনে।

পথ চলতে চলতে কখন সকাল পেরিয়ে সূর্য এখন মাঝ-আকাশে! দর দর করে কপালের ঘাম চোখে এসে পড়ছে, সে হাত দিয়ে চোখ মুছল। অভ্যাসমতো একবার পেছন ফিরে তাকাল—নেই। ট্রেইলে কিছু নেই। বনের এ প্রান্তে এসে আরেকটা মলিনপ্রায় অব্যবহৃত ট্রেইল পেল, পুবদিকে বেঁকে ওপরের উপত্যকার দিকে হারিয়ে গেছে। ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল সে।

একশ গজের মতো যাওয়ার পর ঘোড়াটাকে একটা ঝোপের সঙ্গে বাঁধল, তারপর পায়ের বুট খুলে খালি মোজা পরা অবস্থায় পা পা করে পেছন দিকে হাঁটতে শুরু করল, অনেকখানি হেঁটে এসে নতুন একটা বাঁকের মতো জায়গায় পৌঁছাল। তারপর তার ঘোড়ার পায়ের ছাপ ধরে ধরে—বেশিরভাগই ততটা স্পষ্ট না যদিও—তারপরও টুপি

খুলে বাতাস করার মতো করে ধুলো উড়িয়ে দিল পায়ের ছাপে, যাতে খুরের চিহ্ন পুরো মিলিয়ে যায়। এভাবে পুরোটা পথ একই কাজ করল সে, ধৈর্য ধরে। শেষ বাঁকের কাছে এসে, যেখান থেকে নতুন ট্রেইলে উঠেছে সে, ওই পর্যন্ত মোছার পর থামল, এখান থেকে আরেকটা পরিষ্কার ট্রেইল বাইরের তৃণভূমির দিকে চলে গেছে। ওই পথে সে যায়নি। কিন্তু কেউ অনুসরণ করে এলে এখানে এসে বিভ্রান্ত হবেই। কোন ট্রেইলে গেছে সে? ধরতে পারবে না। এখানকার পর থেকে দুই ট্রেইলের কোথাও আর তার ঘোড়ার চিহ্ন খুঁজে পাবে না। শুধু ইন্ডিয়ানদের কোনও ট্র্যাকার হয় যদি, কেবল তার পক্ষেই হয়তো ওর এ কৌশল ধরতে পারা সম্ভব হবে।

ঘোড়ার কাছে ফিরে এসে এখানকার ট্র্যাকও যথাসম্ভব মুছল, তারপর বুট পরে আবার রওনা দিল।

দুই

ওটা কি ধুলোর মেঘ?

ঘোড়ার গতি কমিয়ে আনল সে। এখন এ ঘোড়া হাঁকিয়ে তার পক্ষে আর পালানোও সম্ভব না। সকাল থেকে টানা পথ চলছে তারা, ঘোড়াটার আরও অনেক আগেই বিশ্রাম পাওনা হয়ে আছে। এখন ওকে ছোটানো মানে পশুটাকে শেষ করে ফেলা।

ধুলোর কারণ খুঁজে পেল সে আরও কিছু দূর যাবার পর, হঠাৎ নিচু হয়ে যাওয়া তার ট্রেইলের ঢালে ওয়াগনটা দেখল সে। একটা ক্যাম্প! আগুনের ওপর কফিপট চাপানো। সঙ্গে নানা ধরনের রসদ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রাখা। কিন্তু আশপাশে কেউ নেই। ঘোড়া থেকে নামল সে। মনে মনে ভাবল, এটা হয়তো তার থামার জন্য উপযুক্ত জায়গা হতে পারে! আগন্তুক-বিদ্বেষী না হলে কফি এবং কিছু খাবারও মিলতে পারে। পাশেই ক্ষীণতোয়া একটা ক্রিক নজরে এলো। পানির চিকন ধারাটা এখনও টলটলে। ওয়াগন, রসদসহ এখানে ক্যাম্প করার

মাজেজা বুঝল সে। ক্রিক থেকে আঁজলা ভরে পানি খেয়ে ঘোড়াকেও খাওয়াল।

দ্বিধা হচ্ছে। অনাহুতের মতো আরেকজনের ক্যাম্পে ঢুকে পড়েছে সে।

ক্যাম্প থেকে একটু দূরে থেমে অপেক্ষা করল।

ওয়াগনের লোকজন সব কই? আগুনের ওপর কফিপটে কফি গরম হচ্ছে। ট্রেইল ড্রাইভের ক্যাম্পে এটা সাধারণ দৃশ্য।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল, নীরবে। কেউ এলো না কোনও দিক থেকে।

ট্রেইল ড্রাইভ কি শেষ? সবাই শহরে গেছে?

সে অবশ্য প্রচলিত ট্রেইল ধরে আসেনি এখানে। ধারেকাছে কোনও শহরের ট্রেইল থাকলেও তার জানা নেই, অনেকগুলো পেছনে ফেলে এসেছে, তার কোনোটা কাছে কাউটাউনের হতেও পারে। কাজেই ধারেকাছে গরুর পাল নিয়ে সীমান্তমুখি কোনও ট্রেইল ড্রাইভ থাকা অস্বাভাবিক না। এদিক থেকে রেলরোডে গরুর চালান পুবে যায় নিয়মিত। বিটা ক্রিকের কাউপেনেও প্রচুর গরু দেখেছে শহরে ঢোকার সময়।

ওয়াগনের কাছাকাছি এসেও অপেক্ষায় থাকল সে, কেউ না আসা পর্যন্ত কোনোকিছুতে হাত না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। এ ক্যাম্পে শুধু খাবার না, পাশাপাশি তার মূল উদ্দেশ্য একটা অস্ত্র যোগাড় করা আর ঘোড়ার বিশ্রাম। এখান থেকে সে যে পথে যেতে চায়, তাতে লম্বা পথ এ ঘোড়া তার সঙ্গী থাকবে।

জেফ রেইনস, পিস্তলেরো আবার হারিয়ে যাবে লোকচক্ষুর অন্তরালে। কোথাও কোনও চিহ্ন না রেখে হারিয়ে যাবে সে, স্রেফ।

হঠাৎ ঘোড়ার খুরের শব্দে তার তন্দ্রামতো ভাবটা ছিন্ন হয়ে গেল...অনেকগুলো ঘোড়া।

দ্রুত ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়াল সে। ভালোই ঝিমুনি এসে গিয়েছিল—কিছুই টের পায়নি। এতটা অসতর্ক হওয়া উচিত হয়নি। কিন্তু বুঝল এটা গতরাতের ঘটনার প্রতিক্রিয়া, তার ক্লান্তি আর অসংলগ্নতা এখনও পুরো কেটে যায়নি। কফি খেয়েছে এখানে, মনে পড়লো, কিন্তু তাতেও ঝিমুনি কাটেনি।

পালানোর উপায় নেই বুঝে চটজলদি কফিপট থেকে চুলোর কাছেই রাখা তার আগের ব্যবহৃত মগে কফি ঢেলে হাতে নিল, যেন সে কফিতে চুমুক দিচ্ছে। তারপর ওয়াগনের কাছে এসে চাকায় আয়েশি ভঙ্গিতে হেলান দিয়ে মগ নিয়ে দাঁড়াল। এমন যেন—সে এ ক্যাম্পেরই একজন।

ঘোড়সওয়ারের দলটা হুড়মুড় করে এসে ওয়াগনের প্রায় চারপাশটা ঘিরে দাঁড়াল, ঘোড়ার খুরের আঘাতে ধুলোর মেঘ বাতাসে উড়তে লাগল।

'হাউডি!'

একজনের বুকে শেরিফের তারাটা চকচক করছে। আবার তার বুকের হৃৎকম্প বাড়তে শুরু করল।

'কফি?' মগ তুলে বলল সে।

'এক খুনির খোঁজে আছি আমরা...কাউকে দেখেছো?'

'খুনি?' বিস্ময়সূচক শব্দ করল সে।

'নিজের সঙ্গীকে মেরে পালিয়েছে। বেশি দূরে পালাতে পারেনি...'

কাঁধ ঝাঁকাল জেফ রেইনস। 'এদিকে কাউকে দেখিনি।'

কফিপটের দিকে ইঙ্গিত করল রেইনস।

'এ পথে আসেনি...হোস্টলার অবশ্য এদিকের কথাই বলেছিল, কিছু ট্র্যাকও দেখেছি আমরা,' স্বগতোক্তির মতো বলল শেরিফ লোকটা। 'এটাই সবচেয়ে কাছের পানি, খুনির ট্র্যাক হারিয়ে ফেলেছি।'

রেইনসের দিকে তাকাল সে। 'তোমাকে চেনা লাগছে না! এবারের ট্রেইল ড্রাইভেই প্রথম? টালফোর্ড কোথায়?'

'এ ড্রাইভে প্রথম,' বলল রেইনস। 'বাড়তি কিছু সাহায্য করতে আসা...।'

'ভালো...টালফোর্ড সব সামলাতে পারে না। বয়স হয়েছে...।'

তার পেছনে, দূর থেকে একটা আওয়াজ এগিয়ে আসছে মনে হল। জমে দাঁড়িয়ে রইল সে, শুনতে পেল—বাকবোর্ডের চাকার আওয়াজের মতো একটা ঘড়ঘড়ে শব্দ ক্রমশ কাছে এগিয়ে আসছে।

গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে মনে হলো রেইনসের। কফিমগে চুমুক দিল। তেতো মুখ। এখন কী হবে?

ঘোড়সওয়ারদের সবাই নেমে দাঁড়ায়নি। কয়েকজন তখনও ঘোড়ায়, স্যাডলে বসা। তার নিজের ঘোড়াও ক্রিকের ধারে,

অপ্রস্তুত। ঘাস খাচ্ছে। পিঠের স্যাডল ওখানে খুলে রেখে এসেছে। কাজেই ঘোড়া নিয়ে পালাবে...সবদিক থেকেই একদম ফাঁদে পড়ে গেছে, বুঝল সে। পেটের ভেতরটায় গুড়গুড় শুরু হলো, হৃদস্পন্দন বাড়ছেই। বুকের হাতুড়ির বাড়ি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে যেন।

চাকার গড়গড়ানি আর ঘোড়ার খুরের আওয়াজে চারপাশ ভরিয়ে দিয়ে বাকবোর্ডটা ওয়াগনের পাশে এসে থামল।

বাকবোর্ডের সিটে বসা এক মেয়ে ধূসর-রঙা ঘোড়া দুটোর লাগাম ধরে আছে। লাল চুল, ফ্রেকলসে ভরা মুখ।

এবং, এ মেয়েটা, হোটেলের সে মেয়েটাই!

'হ্যালো, কনি! ট্রলফোর্ডকে দেখছি না?' ব্যাজপরা লোকটা জিজ্ঞেস করল, 'তোমাদের নতুন হ্যান্ড আমাদের কফি খাইয়েছে...'

'হ্যাঁ, নতুন হ্যান্ড, মিস্টার ব্লেক,' শান্ত স্বরে বলল কনি, রেইনসের ওপর থেকে চোখ না সরিয়েই। ঠোঁটের কোনায় একচিলতে হাসি। 'ট্রেইল ড্রাইভের শেষেও অনেক কাজ!' বলে আরেকটু হাসি ছড়াল মুখে, 'তোমরা এদিকে কেন?'

'শহরে খুনের ঘটনা ঘটেছে। বাড লোগান।'

'হ্যাঁ,' বলল মেয়েটা, তারপর গলার স্বর চড়াল, 'ওহ্ হো! তুমি খবর শোনোনি! বাড লোগানের খুনি ধরা পড়েছে। এক মাতালের কাজ নাকি। ফাঁসির তোড়জোড় চলছে দেখে এলাম।'

'কী বলো তুমি? হোস্টলার বলেছে লোকটা এ পথে

পালিয়েছে...। আচ্ছা, লোগানরা তোমার কেমন যেন আত্মীয় হয় না?'

'কাজিন, দূরসম্পর্কের। কাল বাডের সঙ্গে দেখা করতেই শহরে গেছিলাম, দেখা হয়নি...হোটেল রুমে গেলাম... ততক্ষণে খুন হয়ে গেছে।'

জেফ রেইনসের শিরদাঁড়া বেয়ে ঠান্ডা স্রোত বয়ে গেল। একদম স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে।

'ওরা শহরে বিল স্ট্রাইকারের এক লোককে ধরেছে,' বলল কনি, 'তার পকেটভর্তি সোনার মোহর পাওয়া গেছে, গত রাতেই উইল লোগানের র‍্যাঞ্চ লুট হয়েছে, আগুন দেওয়া হয়েছে। মুদ্রাগুলো ওখান থেকেই লুট করা।'

শেরিফ ব্লেকের মুখে বিরক্তি ফুটে উঠল। 'আরে ধুর! আমরা এত দূর শুধু শুধু এলাম!' হঠাৎ থেমে কনির দিকে তাকিয়ে মুখের রাগ গোপন করল শেরিফ, শান্ত গলায় বলল, 'মাফ করো, ম্যাম, ওদের অন্তত ট্রায়ালের সুযোগ দিতে হতো আগে, তা না করে লিঞ্চিং...অপেক্ষা করা উচিত ছিল আমার জন্য। চলো এ লিঞ্চিং ঠেকাতে হবে।'

দ্রুত ঘোড়া ঘুরিয়ে ফিরতি ট্রেইল ধরল শেরিফ, পসির অন্য সদস্যরাও পিছু নিল তার।

কনি বাকবোর্ড থেকে না নেমে, সরাসরি রেইনসের দিকে তাকাল, চোখে চোখ রাখল। কয়েক মুহূর্ত কোনও কথা নেই। রেইনস ওই অবস্থাতেই খেয়াল করল, মেয়েটা সুন্দরী। ওর গালের কয়েকটা ছোট ছোট ফ্রেকলস তাকে

আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

'তুমি জেফ রেইনস, ডাবলগান পিস্তলেরো। উইল লোগানের কাছে শুনেছি তোমার নাম। উইল আমাদের আত্মীয় ছিল। স্কাল ক্রিকের বেঞ্চ ল্যান্ডে আমার র‍্যাঞ্চ। পালাও, মিস্টার জেফ রেইনস...।'

তিন

দীর্ঘ অজ্ঞাতবাসের পর হাই মাউন্টেন ছেড়ে নিচের ট্রেইলে নেমে এসেছে জেফ রেইনস। ডাবলগান পিস্তলেরো। কাছের কোনও শহরে পৌঁছাতে চায় সে।

সূর্য ডোবার সময়ে, জেফ রেইনস ধারণা করল, সকাল থেকে প্রায় চল্লিশ মাইল পথ পেরিয়ে এসেছে সে। এখনও কোনও শহরের দেখা পায়নি। নতুন পথ, নতুন আবাসের তীব্র টান টের পাচ্ছে সে বুকের মধ্যে।

এ পর্যায়ে এসে, আবার সাধারণের যাতায়াতের ট্রেইল থেকে সরে গেল সে, উঁচু পাইনবনের দিকে উঠতে শুরু করল। তার ওপরে গিরিপথের মুখ, এ ধরনের মুখকে অনেক জায়গায়

গ্যাপ বলে। দু'পাশে দৈত্যের মতো দাঁড়িয়ে আছে বিশাল বিশাল পাথরের চাঁই, ঢিবি। গিরিপথ ছাড়িয়ে আরও পেছনে চোখে পড়ছে দূরের বরফে ঢাকা ব্যান্ডিলিরা পর্বতমালা, ওদিক দিয়েই পাহাড় ডিঙাবে সে। তবে তার কাছে যে তথ্য আছে তাতে এদিকে কোথাও একটা শহর থাকার কথা। সূর্যাস্তের লাল আভা গায়ে মেখে এখনও ব্যান্ডিলিরা আগুন-রাঙা হয়ে থাকা পর্বতমালা আরেকবার দেখল জেফ রেইনস।

তারপর পাইনে ছাওয়া উঁচু ঢাল বেয়ে ওপরে উঠতে উঠতেই জেফ রেইনসের নজর আটকে গেল নিচের ক্রিক আর খানিক আগে এড়িয়ে আসা ট্রেইলের ওপর। ক্রিকের এক জায়গায় একটা কাঠের সেতু পেরিয়ে ট্রেইল চলে গেছে আরও দূরে, দু-তিন মাইল পেরিয়ে যাবার পর সে একটা শহর শনাক্ত করতে পারল, উত্তুঙ্গ পাহাড় আর পাইনের গাঢ় ছায়ায় প্রায় ঢাকা পড়ে আছে শহরটা।

এখনই শহরে ঢুকতে চায় না সে, পুরোই অচেনা শহর। আগামীকাল দিনের আলো পর্যন্ত অপেক্ষা করবে।

স্যাডলে বসা জেফ রেইনসের দীর্ঘ, চওড়া কাঁধ আর সুগঠিত দেহকাঠামো অন্য এক রুক্ষ শক্তিমত্তার কথা জানান দেয়। পুরনো ব্যারেল-লেগ চ্যাপস আর হাঁটু পর্যন্ত লম্বা ম্যাকিনো কোট পরনে তার। হ্যাটের চওড়া কার্নিশের নিচে আবছা চেহারা শরীরের মতোই শক্ত, কঠিন—দৃঢ় চোয়াল আর দৃঢ়বদ্ধ ঠোঁট। ঘন ভুরুর নিচে দুই চোখ পরিষ্কার নীল-ধূসর।

সান্তিয়াগো ক্যাটল ওয়ারের পর পুরোই নিজেকে লুকিয়ে ফেলেছিল সে। ভবঘুরের মতো ঘুরছে নানা বুনোপথে, পাহাড়ে। লোকালয় সম্পূর্ণ এড়িয়ে চলেছে এ সময়ে। বছরখানেক এভাবেই চলেছে, কিংবা আরও বেশি। সময়ের হিসাব হারিয়ে ফেলেছে। মাঝখানে এক-দু'বার রসদ নিতে শহরে ঢুকেছে রাতের আঁধারে, বেরিয়েও গেছে রাতেই।

দীর্ঘ অজ্ঞাতবাস ঘুচিয়ে রেইনস পথে নেমেছে সপ্তাহখানেক হয়েছে। বনবাদাড়ে-পাহাড়ে থাকাতেও একঘেয়েমি আছে। ফার বিক্রি করে মাঝখানে রসদ কিনেছে। এখন লোকালয়ে পুরনো কাজ যুৎসই মতো পেলে ফিরবে সে। সেটা ভেবেই রক্ত একটু চনমনে হয়ে উঠল কি? হাসল রেইনস।

পাঁচদিন আগে, হাই মাউন্টেনে এক ট্র্যাপারের ক্যাম্পে থেমেছিল সে, তার কাছ থেকেই শোনা—কোল্ডওয়াটার ক্রসিংয়ে ক্যাপওয়েল রেঞ্জে ঝামেলা পাকিয়ে উঠছে, বন্দুকবাজরা আসতে শুরু করেছে। তার বর্ণনা অনুযায়ী নিচের ওই ক্রিকের নাম স্কাল ক্রিক হবার কথা। আর পেছনের ওই শহরটা ক্যাপওয়েল। ট্র্যাপারের ক্যাম্প ছাড়ার পর সোজা ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে দিয়েছিল এ ক্যাপওয়েল রেঞ্জের দিকেই।

আজ সকালে ট্র্যাপারের কথার সত্যতাও পেয়েছে ট্রেইলে, স্কাল ক্রিক ট্রেইলে তেরপালে ঢাকা দুটো ওয়াগন পার হয়ে এসেছে সে, ওয়াগনে কাঁটাতার দেখেছে, আর কোনও রেঞ্জে কাঁটাতার আমদানি হওয়া মানেই এখানে ক্যাটল ওয়ার পাকিয়ে ওঠার খবর সত্যি। সে জানে, কাঁটাতার মানেই ঝামেলা। আর

ঝামেলা মানেই তার মতো লোকের জন্য কাজের সুযোগ। সর্বশেষ সান্তিয়াগোর দীর্ঘ, তিক্ত রেঞ্জ-ওয়ারের পর আবারও সে পুরনো ভবঘুরে জীবনে ফিরে গিয়েছিল, স্বেচ্ছায়। কিন্তু জেফ রেইনস নাম হারিয়ে যায়নি, পিস্তলেরো জেফ রেইনস অনেকের কাছেই ক্যাম্পফায়ারের গল্পগাছার গান-ফাইটার। আর এখানে যা ঘটছে শুনেছে—তাতে ট্র্যাপারের কথায় একটা নাম ঘুরেফিরে এসেছে, বিল স্ট্রাইকার। এ নাম তার পূর্ব-চেনা। স্ট্রাইকারের সংশ্লিষ্টতার খবরই তাকে বুঝিয়ে দিয়েছে পরিস্থিতি কোন দিকে যাচ্ছে; এবং কতটা ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। বিল স্ট্রাইকার নামের কারণেও সে খানিকটা আগ্রহী হয়েছে এদিকে কেবলা ঘোরানোয়। এখানকার ঘটনা কী সে একবার বুঝতে চায়। তবে এটা সে আগেভাগেই ঠিক করেছে, শহরে যখন ঢুকবে, দিনের আলো যেন তার সঙ্গী হয়। বিল স্ট্রাইকার নিয়ে কৌতূহলী সে, কিন্তু স্ট্রাইকারের সঙ্গে আবার মুখোমুখি লড়াইয়ে নামবে কি না, তাও ভাবার বিষয়। হিসাব-নিকাশের বিষয়। বিল স্ট্রাইকার শক্ত প্রতিপক্ষ। পিস্তলে তার হাতের ক্ষিপ্রতার কথাও ক্যাম্পফায়ারে আলোচিত হয়। হিসেবে না মিললে ব্যান্ডিলিরা পেরিয়ে চলে যাবে সে।

নিচের ট্রেইল থেকে খুব একটা দূরে সরে না গিয়ে, প্রায় কাছাকাছি সমান্তরালে ওপরের দিকে উঠতে শুরু করল সে। হঠাৎ নিচের স্কাল ক্রিকের ওপরের কাঠের সেতু দিয়ে দ্রুতগতিতে কোনও ঘোড়ার ছুটে যাওয়ার শব্দ কানে এলো

তার। ঘোড়া থামাল সে, অপেক্ষায় থাকল। কিছুক্ষণের মধ্যেই আরেকজন ঘোড়সওয়ারের ঘোড়ার খুরের আওয়াজ উঠল কাঠের সেতুতে। ঘোড়ার খুরের ধুলো উড়ছে। তারপর পাইনবনের ভেতর দিয়ে ওপরের গিরিপথের দিকে দ্রুত মিলিয়ে গেল ঘোড়ার খুরের আওয়াজ।

আরও এগোনোর পর আবার এক ঘোড়সওয়ারকে দেখতে পেল, সন্ধ্যার আবছায়ায় ওপরের পাইনসারির মাঝের এক খোলা জায়গা পার হচ্ছে, ঘোড়ার পিঠে নিচু হয়ে ঝুঁকে বসে আছে সে, ধূসর-রঙা ঘোড়া তার। ঘোড়াটার চড়াই বেয়ে উঠতে যথেষ্টই বেগ পেতে হচ্ছে।

হাসল ওপর থেকে, পিছু ধাওয়ার এ দৃশ্য জেফ রেইনসের চেনা। অন্য আরও অনেক জায়গায় দেখেছে। শুধু স্থান-কাল ভিন্ন এখন। ঘোড়ার খুরের শব্দ পুরোপুরি দূরে মিলিয়ে গেল। একটু পর একটা গুলির শব্দ শুনল কি!

কান পেতে রইল। নাহ্, আর হলো না। শব্দ করে নিশ্বাস ফেলল রেইনস। ঘোড়া ঘুরিয়ে আরও উঁচু গাছের সারির দিকে উঠতে শুরু করল। রাত কাটানোর জন্য একটা যুৎসই জায়গা খুঁজে বের করতে হবে তাকে এখন।

অন্ধকার প্রায় গাঢ় হয়ে এসেছে এরই মধ্যে, ওপরের দিকে উঠতে উঠতে গিরিখাতের এক জায়গায় এসে ক্ষীণ ধারার একটি পানির স্রোতের দেখা পেল, ক্লান্তিতে প্রায় নুয়ে পড়ে ঘোড়ার স্যাডল থেকে নামল সে। ঘোড়ার মুখের লাগাম খুলে দিল, পথশ্রমে ক্লান্ত ঘোড়াটা নির্বিঘ্নে পানি খেতে পারে যাতে।